দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আসছে অভিন্ন আইন, গঠন করা হবে সার্চ কমিটি

মোশতাক আহমেদ

মঞ্জুরি কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ ও দলবাজ উপাচার্যদের বিদায়ের পাশাপাশি সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন চালু হচ্ছে। ইতোমধ্যে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আইন তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কমিশনও পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করে এ লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আজ রবিবার কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আগামী এপ্রিলে এই অভিন্ন আইন জমার পর তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানা গেছে। এই আইনের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গঠন করা হতে পারে। একই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য চালু করা হবে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল। সূত্রগুলো বলেছে, দেশের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রণীত বিশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র অনুযায়ীই এসব নানামুখী সংস্কার করা হচ্ছে।

বিদায়ী জোট সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দীর্ঘ চার মাস ধরে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেশের উচ্চ শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করে বিশ বছর মেয়াদী এই কৌশলপত্র নির্ধারণ করে। কৌশলপত্রটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমাও দেয়া হয়। কিন্তু সরকার তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু না করেই বিদায় নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রেখে যায় নানামুখী জঞ্জাল।

শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধনী আইন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাল কাজের সুপারিশ করে সরকারের কাছে জমা দিলে সেগুলোও সরকার বাস্তবায়ন করেনি। বরং বার বার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশগুলোকে। এ নিয়ে মঞ্জুরি কমিশন ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সরকার তাতে কান দেয়নি। বরং নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে উচ্চ শিক্ষার বিরাট ক্ষতি করে গেছে। দলীয়করণ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপাচার্য থেকে শুরু করে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগের সর্বকালের রেকর্ড করে যায় বিদায়ী সরকার।

অবশেষে বর্তমান নির্দলীয় সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জঞ্জাল সাফের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষায় নানামুখী সংস্কারে হাত দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে নামে সরকার। দেখা গেছে, যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েই দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে সেগুলোতেই কেঁচো খুঁজতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা শুরু হয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই ভয়াবহ অনিয়ম ধরা পড়ে। আর এসব তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশনও শুরু হয়। তদন্ত রিপোর্ট জমার পর পরই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে অপসারণ করা হয়। শুধু তাই নয়, ভয়ে আগেই পদত্যাগ করেন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান। সূত্র মতে, প্রত্যেকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হবে। তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শাস্তিও দেয়া হতে পারে।

শুধু তাই নয়, উচ্চ শিক্ষায় প্রণীত বিশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাস্তবায়নেও সরকার হাত দেয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেও সরকারের কথা হয়েছে। বিশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। একটি সূত্র বলেছে, সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আইন তৈরি করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিয়েছে। সূত্র মতে, কমিশনও এ লক্ষ্যে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিটি কাজ করবে বলে একজন সদস্য জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন। সূত্র মতে, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই প্রস্তাবিত আইন জমা দেয়ার নির্দেশ দিলেও কমিটি সূত্রে জানা গেছে, স্পর্শকাতর এই আইন তৈরি করতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। তবে এপ্রিলের মধ্যেই তারা আইন তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবে। এর পর শুরু হবে বাস্তবায়নের কাজ। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা দেখভালের জন্য দেশের ১২০ জন সিনিয়র অধ্যাপকের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক কমিটিও গঠন করা হবে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ সিনিয়র শিক্ষকের জীবন বৃত্তান্ত চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সূত্র মতে, বিশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের সীমা পুনর্নির্ধারণ, প্রচলিত আইনের সংস্কার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অভিন্ন আইনের আওতায় আনা, ছাত্রদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়কে রাজনীতির বাইরে রাখা, শিক্ষকদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, কারিকুলাম আধুনিকায়ন, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। কৌশলপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে আরও সীমিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের কারণে উচ্চ শিক্ষা নানা ধরনের সমস্যায় পড়ছে এমন মন্তব্য করে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মদক্ষতা ও গবেষণার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।